প্রার্থিতা বাতিল ও জোটসহ ১০টি আসন ব্যালটে থাকছে না ‘ধানের শীষ’



সংগৃহীত ছবি

আগামী ১২ ফেব্রুয়ারির ভোটকে সামনে রেখে চূড়ান্ত প্রস্তুতি চলছে। আদালতের রায়ে কুমিল্লা-৪ ও কুমিল্লা-১০ আসনে বিএনপির প্রার্থিতা বাতিল হওয়ায় ওই দুই আসনে ‘ধানের শীষ’ থাকছে না। জোট সমন্বয়সহ মোট ১০টি আসনে ব্যালটে থাকছে না দলটির প্রতীক।

কুমিল্লা-৪ আসনে ঋণখেলাপির অভিযোগে বিএনপি প্রার্থী মঞ্জুরুল আহসানের মনোনয়ন ১৭ জানুয়ারি বাতিল করে নির্বাচন কমিশন। সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করে তিনি হাইকোর্টে রিট করলেও ২১ জানুয়ারি তা খারিজ হয়। পরে আপিল বিভাগেও তিনি স্বস্তি পাননি।

কুমিল্লা-১০ আসনে দ্বৈত নাগরিকত্বের অভিযোগে বিএনপি প্রার্থী আবদুল গফুর ভূঁইয়ার মনোনয়ন বাতিল করে ইসি। তিনি হাইকোর্টে গেলে ২২ জানুয়ারি রিট খারিজ হয়। পরবর্তীতে আপিল বিভাগেও তার আবেদন টেকেনি। রোববার (১ ফেব্রুয়ারি) প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগ দুটি আবেদনই নাকচ করে দেন। ফলে এই দুই আসনে বিএনপির প্রার্থীদের নির্বাচনে অংশ নেওয়ার পথ বন্ধ হয়ে যায়।

এ ছাড়া বিএনপি জোটভুক্ত মিত্র দলগুলোর জন্য আরও ৮টি আসন ছেড়ে দিয়েছে। এসব আসনে জোটের প্রার্থীরা নিজ নিজ দলের প্রতীক নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ পেয়েছে চারটি আসন। সিলেট-৫ আসনে দলটির সভাপতি মাওলানা উবায়দুল্লাহ ফারুক ‘খেজুরগাছ’ প্রতীকে, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনে সহসভাপতি মাওলানা জুনায়েদ আল হাবিব, নীলফামারী-১ আসনে মহাসচিব মাওলানা মঞ্জুরুল ইসলাম আফেন্দী এবং নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনে কেন্দ্রীয় নেতা মুফতি মনির হোসেন কাসেমী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

গণসংহতি আন্দোলনের সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকি ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬ আসনে ‘মাথাল’ প্রতীকে নির্বাচন করছেন। ঢাকা-১২ আসনে বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক লড়ছেন ‘কোদাল’ প্রতীকে। পটুয়াখালী-৩ আসনে গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের প্রতীক ‘ট্রাক’। আর ভোলা-১ আসনে বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান আন্দালিভ রহমান পার্থ লড়ছেন ‘গরুর গাড়ি’ প্রতীকে।

সব মিলিয়ে, আদালতের সিদ্ধান্ত ও জোট সমন্বয়ের কারণে আসন্ন নির্বাচনে ১০টি আসনে ব্যালটে থাকছে না বিএনপির ‘ধানের শীষ’ প্রতীক।